**পুলিশ সপ্তাহ ২০১২**

ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

আইসিসি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ২১ পৌষ ১৪১৮, ৪ জানুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী,

সহকর্মীবৃন্দ,

স্বরাষ্ট্র সচিব ও আইজিপি,

উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১২ উপলক্ষে আয়োজিত ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের আজকের এ সভায় সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পুলিশ বাহিনীর বিগত বছরের কাজের মূল্যায়ন এবং আগামী বছরের জন্য করণীয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করাই এ সভার উদ্দেশ্য।

আপনাদের মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার বাস্তবচিত্র সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপস্থাপন এবং এসব বিষয়ে গাইডলাইন প্রদানও এ সমাবেশের লক্ষ্য।

সুধিবৃন্দ,

বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে আমাদের সরকার অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তিন বছর পার করতে চলেছে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গোটা বিশ্ব এক কঠিন সময় পার করছে। আমরাও এর বাইরে নই। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে উন্নত দেশগুলোকেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। এমন অবস্থায় আমাদের অর্থনীতির চাকা আমরা ভালভাবেই সচল রাখতে পেরেছি। গত বছর ৬.৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। রপ্তানি আয় বেড়েছে ৪২ শতাংশ। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত আমাদের রপ্তানি এবং রেমিটেন্স আয় ভাল। ডিসেম্বরে রেকর্ড ১.১৪ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নও সন্তোষজনক।

মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন কর্মসংস্থানের। আর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ। বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য উন্নত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অপরিহার্য।

এ ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। আপনাদের পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা এবং দক্ষতা দিয়ে সাধারণ মানুষের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের ধরণ এবং কলাকৌশলও পাল্টে যাচ্ছে। সমাজে অপরাধ-প্রবণ মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু তাদের কাজের ধরণটা এমনই যে, গুটি কয়েক মানুষ সমাজের সিংহভাগ মানুষের শান্তি নষ্ট করে দিতে পারে।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব হচ্ছে এদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান এবং তাঁদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা।

সাধারণ অপরাধের সঙ্গে ইদানিং যোগ হয়েছে জঙ্গিবাদ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ।  এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আপনাদের সক্ষম হতে হবে।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উদার গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটি ধর্মান্ধ গোষ্ঠি মাঝেমধ্যে আমাদের এই পরিচয়ে কালিমা লেপন করে।

বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ছত্রছায়ায় তারা গোটা দেশে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। ৫ শর বেশি জায়গায় একযোগে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করার পাশাপাশি বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদী দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তুলেছিল।

আপনাদের সহায়তায় আমরা বাংলাদেশকে সে কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে পেরেছি। বহির্বিশ্বে এখন বাংলাদেশ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সাধারণ মানুষের মানবাধিকার যাতে কোনভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে আপনাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

মনে রাখতে হবে, আপনাদের সামান্য অসচেতনতার কারণে সরকারের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একজন নিরাপরাধ ব্যক্তিও যাতে অযথা হয়রানির শিকার না হয়, সেটা নিশ্চিত করা আপনাদের দায়িত্ব।

পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ,

আপনাদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমরা সচেষ্ট রয়েছি। আমাদের সরকার পুলিশের জন্য থানা ভবন নির্মাণ, কর্মকর্তা ও ফোর্সের আবাসনের জন্য ভবন ও ব্যারাক নির্মাণ, থানায় থানায় যানবাহন সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছিল।

প্রযুক্তি নির্ভর অপরাধী শনাক্তকরণ, ডিজিটাল রাসায়নিক পরীক্ষাগার ও সফটওয়ার উন্নয়ন, সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ, মানি লন্ডারিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে আপনাদের সামর্থ ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ আমরা নিয়েছি।

আমাদের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর জন্য একটি মহল মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের এই অপচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। আমাদের মেয়াদকালেই আমরা এ বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চাই।

জনসংখ্যার অনুপাতে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কম। এই অনুপাত কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আমরা পুলিশ বাহিনীতে অতিরিক্ত ৩২ হাজার জনবল সৃষ্টির নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

ইতোমধ্যে ২০২টি ক্যাডার পদসহ প্রায় ২১ হাজার নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ছাড়া ডিএমপিতে নতুন ৮টি থানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে আমরা পুলিশের বিভিন্ন বিশেষায়িত ইউনিট গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ভিভিআইপি, ভিআইপি ও অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে ২টি সিকিউরিটি ও প্রটেকশন ব্যাটালিয়নের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হয়েছে।

ট্যুরিস্ট পুলিশ, মেরিন পুলিশ, পৃথক তদন্ত ইউনিট গঠনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ সকল ইউনিট শিগগিরই কার্যক্রম শুরু করবে।

ন্যাশনাল পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেররিজম, সিকিউরিটি ও প্রটেকশান ব্যাটালিয়ন গঠনের প্রক্রিয়া চলছে।

আমি গত বছর পুলিশ সপ্তাহে পুলিশ বিভাগে একাধিক গ্রেড-এ পদ সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। বিদ্যমান ২টিসহ ‘এ' গ্রেডভুক্ত ৫টি পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ৩ মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদ প্রথম শ্রেণীতে এবং এসআই ও সার্জেন্টদের পদসমূহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। পদোন্নতির মাধ্যমে এবং সরাসরি প্রথম শ্রেণীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে পদগুলো পূরণ করা হবে।

সমপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ যাঁরা অন্যপদে আছেন, তাঁরাও সমান সুবিধা পাবেন। এ সংক্রান্ত আদেশ জারির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ প্রশাসনে পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে মেধা, দক্ষতা এবং পেশাগত জ্ঞানকেই আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি।

কর্মক্ষেত্রে কোন ধরণের চাপে আপনারা প্রভাবিত হবেন না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে নির্ভয়ে ও পেশাদারিত্ব বজায় রেখে আপনার আপনাদের দায়িত্ব পালন করবেন- এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমরা চাই, দেশের প্রতিটি মানুষ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করুক। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ে তুলে আমরা লাখ শহীদের রক্তের ঋণ আমরা শোধ করতে চাই। এ লক্ষ্য অর্জনে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রিয় মাতৃভূমিকে সবার জন্য নিরাপদ ও বাসযোগ্য করতে আপনাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

আপনারা ত্যাগ ও সেবার মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে দেশ ও জনগণের সেবায় এগিয়ে আসবেন -এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

....